মা দ ক দ্র ব্য নি য় ন্ত্র ণ অ ধি দ প্ত র

মাসিক বুলেটিন

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মাসিক বুলেটিন সংখ্যাঃ সতেরতম বর্ষঃ দ্বিতীয় মে ২০০৬

ঢাকার মিরপুরে ৫০০০ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ঢাকা গোয়েন্দা অঞ্চলের একটি বিশেষ টিম গত ১৭ মে ঢাকার মিরপুর থেকে ৫০০০(পাঁচহাজার) বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার করে। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে খবর পেয়ে ঘটনার দিন কর্মকর্তাগন ঢাকার মিরপুরস্থ দারুস সালাম রোডস্থ কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উত্তর পাশে অভিযান চালান। অভিযান চলাকালে উক্ত স্থানে ঢাকা মেট্রোঃ ট-১৪-১৩২৯ নম্বরধারী ট্রাক থেকে ৪০ টি তুষের বস্তায় লুকায়িত ৫০০০(পাঁচহাজার) বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার করে। ঘটনার সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে মোঃ আনিস (৪১), মোঃ বাবুল শেখ(৩৫) এবং মোঃ নাজমুল হোসেনের নামে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে। অভিযুক্ত মোঃ আনিস এবং মোঃ বাবুল শেখকে গ্রেফতার করা হয়। মামলার অপর অভিযুক্ত নাজমুল হোসেন পলাতক রয়েছে। এছাড়াও ঢাকা গোয়েন্দা অঞ্চলের কর্মকর্তারা গত ১৭ এপ্রিল ঢাকার কোতয়ালী থানাধীন নয়াবাজার থেকে ২৮(আটাশ) পুড়িয়া হেরোইনসহ মাসুদ রানা(৩০), লাদ মিয়া(৩০) কে গ্রেফতার করে। একই তারিখে উক্ত কর্মকর্তারা ঢাকার শ্যামপুরস্থ বিসমিল্লাহ পরিবহনের কাউন্টারের সামনে থেকে ৪৪ পুড়িয়া হেরোইনসহ জালালউদ্দিন ও তাজউদ্দিন নামক দুইজনকে গ্রেফতার করে এবং ঢাকার পল্টন থানাধীন বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়ামের এক নম্বর গেইটের সামনে থেকে ১৫ গ্রাম হেরোইনসহ মমতাজ ও রিপন নামক দুই মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করেন। অবৈধ হেরোইন কেনা বেচার সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে তাদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

মাদকবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবসে এনজিওদের ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ

মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস ২৬ জুন,২০০৬ যথাযোগ্য গুরুত্ব ও মর্যাদার সাথে উদযাপনের লক্ষ্যে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পাশাপাশি দেশব্যাপি শতাধিক বেসরকারী সংস্থা (এনজিও) ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। ঢাকা শহরে অবস্থিত প্রায় ৫০(পঞ্চাশ) টি এনজিও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উদ্যোগে জাতীয়ভাবে গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচীর সাথে একাত্মতা ঘোষণা ছাড়াও তারা তাদের নিজস্ব কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। এনজিওদের গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে-বিশেষ ম্যাগাজিন প্রকাশ, রিক্সা র‍্যালী, কনসার্ট, দেয়ালিকা প্রকাশ, পোষ্টার ছাপানো ও বিতরণ, ইমামদের মাধ্যমে মুসল্লীদের মাঝে দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরা, স্টিকার ছাপানো ও বিতরণ, ডি-টক্সিফিকেশন ক্যাম্প, মানববন্ধন, বিভিন্ন সড়কদ্বীপ সজ্জিতকরণ, আলোচনা সভা, সেমিনার, লিফলেট ছাপানো ও বিতরণ, ফোল্ডার তৈরী ও বিতরণ, তথ্যকেন্দ্র স্থাপন, চিত্রাংকন ও রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন, মাদকবিরোধী শ্লোগান সম্বলিত গেঞ্জী তৈরী ও বিতরণ, মাদববিবরোধী নাটক পরিবেশন ও ওয়ার্কশপের আয়োজন ইত্যাদি। এছাড়া জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের এনজিওগুলো জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কমিটি ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের স্থানীয় কার্যালয়সমূহের সাথে সমন্বয়পূর্বক বিভিন্ন কর্মসূচী পালন করবে।

গাজীপুরের শ্রীপুরে হেরোইন উদ্ধার

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ঢাকা গোয়েন্দা অঞ্চলের কর্মকর্তাগন গত ১১ মে গাজীপুর জেলার শ্রীপুর থানাধীন কেওরা পশ্চিমখন্ড গ্রামের মোঃ হেলালউদ্দিনের বসতঘর থেকে ৪২ গ্রাম হেরোইন এবং হেরোইন বিক্রয়লব্ধ নগদ ১২৪০০(বারহাজার চারশত) টাকা উদ্ধার করে। অবৈধ হেরোইন ব্যবসার সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে মোঃ হেলালউদ্দিন (৪০) এবং মোসাম্মদ রেজিয়া বেগম (৩২) কে গ্রেফতার করে।

মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন রিপোর্ট

এপ্রিল/০৬ মাসে ৭টি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে ৫৪৫ জন মাদকাসক্তের চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়। এর মধ্যে অন্তঃবিভাগে ১৭৮ জন এবং বহিঃবিভাগে ৩৬৭ জন চিকিৎসা সেবা, পরামর্শ ও ফলোআপ সেবা প্রাপ্ত হয়। এপ্রিল/০৬ মাসে নিরাময় কেন্দ্রভিত্তিক চিকিৎসা সেবার বিবরণ নিম্নরূপঃ

কেন্দ্রের নাম	অন্তঃ বিভাগ	বহিঃ বিভাগ	মোট	নতুন	পুরাতন
কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, ঢাকা	৬২	২২১	২৮৩	১৪৬	১৩৭
মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, চট্টগ্রাম	২৩	-	২৩	৩	২০
মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, রাজশাহী	-	-	-	-	-
মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, খুলনা	-	-	-	-	-
কেন্দ্রীয় কারাগার হাসপাতাল, কুমিল্লা	৪৯	৪১	৯০	৩৪	৫৬
কেন্দ্রীয় কারাগার হাসপাতাল, রাজশাহী	৩৫	২০	৫৫	২০	৩৫
কেন্দ্রীয় কারাগার হাসপাতাল, যশোর	৯	৮৫	৯৪	৬৮	২৬
মোট	১৭৮	৩৬৭	৫৪৫	২৭১	২৫৪

সম্পাদকের কথা

মানুষকে সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য বিনোদন অপরিহার্য। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে উৎফুল্ল জীবনের অধিকারীরা তুলনামূলক বেশীদিন বেঁচে থাকে। আর বিনোদনের জন্য রয়েছে বিভিন্ন মাধ্যম। এই বিনোদন মাধ্যম হতে পারে সুস্থ, আবার হতে পারে অসুস্থ। সুস্থ মাধ্যম থেকেই সুস্থ বিনোদন সম্ভব। আর অসুস্থ মাধ্যম থেকে প্রাপ্ত বিনোদন আপাতঃদৃষ্টিতে বিনোদন মনে হলেও তা সৃষ্টি করে আত্মহননের পথ। কেননা অসুস্থ মাধ্যম থেকে বিনোদনের চেষ্টা করা হলেও তা বয়ে আনবে জীবনের মারাত্মক পরিণতি যা নাকি জীবনকে করে তুলবে দুর্বিষহ। আলো ছেড়ে জীবন তখন নিমজ্জিত হবে অন্ধকারাচ্ছন্ন জগতে। অনেকেই নিতান্ত কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে বা অসৎ সঙ্গের আহবান উপেক্ষা করতে না পেরে বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে মাদককে বেছে নেয়। একথা বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, মাদক বিনোদনের মাধ্যম নয়, আত্মহননের পথ মাত্র। মাদক সাময়িক উন্মাদনা সৃষ্টি করতে পারে কিন্তু তার পরিণতি কতটা ভয়াবহ তা কেবল ভোক্তভোগীরাই জানে। প্রথম প্রথম তারা মনে করে মাদকদ্রব্যের মাধ্যমে জীবন হয় উৎফুল্ল। কিন্তু ধীরে ধীরে তা পরিণত হবে মারাত্মক আসক্তিতে। এই মাদকাসক্তি এমন একটি সমস্যা যা নাকি পরবর্তীতে হয়ে যায় শারীরিক চাহিদা। মানুষ সুস্থভাবে বেঁচে থাকতে যেমন খাদ্যের প্রয়োজন হয়, তেমনি একজন মাদকাসক্তের যখন নেশার সময় হয় তখন তার নেশাজাত দ্রব্য গ্রহন না করা পর্যন্ত নিজেকে স্থির রাখতে পারেনা। মানসিকভাবেও সে হয়ে পড়ে মাদক নির্ভর। বিষন্নতা তার পিছু নেয়। শারীর বৃত্তীয় প্রয়োজনেই তাকে তখন মাদকদ্রব্য গ্রহন করতে হয়। সেইসাথে জীবন হয়ে যায় ঝুঁকিপূর্ণ। শারীরিকভাবে সে হয়ে পড়ে অসুস্থ। কোন কাজের প্রতি তার থাকেনা আগ্রহ। দূর হয়ে যায় তার সকল প্রকার ভবিষ্যত পরিকল্পনা, সুস্থ চিন্তা-ভাবনা। মাদকের উচ্চ মূল্যের কারণে পিছু নেয় অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতা। মাদকাসক্ত হওয়ার পর তার জীবনের স্বাভাবিক গতি বাধাগ্রস্থ হয়ে পড়ে। এ সমস্যা পরবর্তীতে আর একক সমস্যা হিসেবে থাকেনা। এই সমস্যা তখন পারিবারিক তথা সামাজিক এমনকি রাষ্ট্রীয় সমস্যায় পরিণত হয়। এ সমস্যার কারনে মানবসম্পদ তথা আর্থসামাজিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। মাদকাসক্তরা তখন পরিবার ও সমাজের জন্য বোঝা হয়ে পড়ে। সুতরাং আমাদের সব সময়ই মনে রাখতে হবে জীবনের জন্য প্রয়োজন সুস্থ বিনোদন। মাদক কখনও বিনোদনের মাধ্যম হতে পারেনা। তা কেবল আত্মহননের পথ মাত্র।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপ-অঞ্চল ও গোয়েন্দা অঞ্চলভিত্তিক এপ্রিল/০৬ মাসের মামলার পরিসংখ্যানঃ

ক্র/নং	উপ-অঞ্চলের নাম	দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	আসামীর সংখ্যা
১	ঢাকা-মেট্রো উপ-অঞ্চল	৭৮	৭১
২	ঢাকা উপ-অঞ্চল	৪২	৪২
৩	ময়মনসিংহ উপ-অঞ্চল	৩১	৩১
৪	ফরিদপুর উপ-অঞ্চল	১৭	১৭
৫	টাংগাইল উপ-অঞ্চল	৯	৯
৬	জামালপুর উপ-অঞ্চল	১১	১৪
৭	চট্রগ্রাম-মেট্রো উপ-অঞ্চল	৪৮	৪৩
৮	চট্রগ্রাম উপ-অঞ্চল	১২	৮
৯	সিলেট উপ-অঞ্চল	৪০	৪৩
১০	নোয়াখালী উপ-অঞ্চল	১৪	১৪
১১	কুমিল্লা উপ-অঞ্চল	২৩	২০
১২	কক্সবাজার উপ-অঞ্চল	৬	৪
১৩	রাঙ্গামাটি উপ-অঞ্চল	-	-
১৪	খাগড়াছড়ি উপ-অঞ্চল	৩	১
১৫	বান্দরবান উপ-অঞ্চল	২	২
১৬	খুলনা উপ-অঞ্চল	২৯	৩২
১৭	যশোর উপ-অঞ্চল	৩৪	৩৯
১৮	কুষ্টিয়া উপ-অঞ্চল	১৪	১৪
১৯	বরিশাল উপ-অঞ্চল	৬	৬
২০	পটুয়াখালী উপ-অঞ্চল	১	১
২১	রাজশাহী উপ-অঞ্চল	৬২	৭২
২২	পাবনা উপ-অঞ্চল	২২	২১
২৩	বগুড়া উপ-অঞ্চল	১৯	১৮
২৪	রংপুর উপ-অঞ্চল	৩৫	৪০
২৫	দিনাজপুর উপ-অঞ্চল	২১	২৪
২৬	ঢাকা গোয়েন্দা অঞ্চল	১২	২২
২৭	রাজশাহী গোয়েন্দা অঞ্চল	৬	৭
২৮	চট্টগ্রাম গোয়েন্দা অঞ্চল	১০	১৪
২৯	খুলনা গোয়েন্দা অঞ্চল	১	১
	সর্বমোটঃ	৬০৮	৬৩০

প্রিকারসর কেমিক্যাল আমদানি সংক্রান্ত মাসিক বিবরণী

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত প্রিকারসর কেমিক্যালস এর আমদানীর বিষয়ে অনুমোদন দিয়ে থাকে। বর্তমান অর্থবছরের শুরু থেকে এপ্রিল/০৬ পর্যন্ত বিভিন্ন প্রিকারসরস এর অনুমোদিত বার্ষিক কোটা ও আমদানীর পরিমাণ নিম্নরূপঃ

প্রিকারসর কেমিক্যালের নাম	আমদানির বার্ষিক কোটার পরিমাণ	জুলাই/০৫ হতে এপ্রিল/০৬ পর্যন্ত আমদানীর পরিমাণ	এপ্রিল/০৬ মাসে আমদানীর পরিমাণ
টলুইন	৮,৯২৫.৭৯৯ মেঃ টন	১,৬৭৫.০৪৯ মেঃ টন	২৫৭.৩৮ মেঃ টন
এসিটিক এনহাইড্রাইড	১,২৫৬.৯৩৫ মেঃ টন	৪০৬.৪৪০ মেঃ টন	৩৪.৩২০ মেঃ টন
এসিটোন	৪,৪১৬.২৩১ মেঃ টন	৩৩৩.৪২৬ মেঃ টন	১২.৮০ মেঃ টন
মিথাইল ইথাইল কিটোন	৩,০০১.৪১৭ মেঃ টন	৩৮৪.১১৯ মেঃ টন	১৩.২০ মেঃ টন
পটাশিয়াম পারম্যাংগানেট	১,৭৫৭ মেঃ টন	৩২৬.৭০০ মেঃ টন	৩৫ মেঃ টন

মামলা ও আসামীর পরিসংখ্যান

এপ্রিল/০৬ মাসে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর মাঠ পর্যায়ের অপরাধ দমন অভিযান, তল্লাশী, অবৈধ মাদক উদ্ধার ও অপরাধীদের গ্রেফতারে বেশ তৎপর ছিল। এপ্রিল/০৬ মাসে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা ৬০৮ টি এবং আসামীর সংখ্যা ৬৩০ জন। অধিদপ্তরের এপ্রিল/০৬ মাসের আলামতভিত্তিক মামলা,আসামী ও উদ্ধারকৃত মাদকদ্রব্যের বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হলো।

মাদকদ্রব্যের নাম	মামলার সংখ্যা	আসামীর সংখ্যা	মাদকদ্রব্যের পরিমাণ
হেরোইন	১৩০	১৪৬	১.২ কেজি
গাঁজা	১৭১	১৮৭	১৪২.৮২৩কেজি
গাঁজা গাছ	১	১	৩৫ টি
অবৈধ চোলাই মদ	১৭০	১৫৬	১৪৫৫.৫ লিটার
দেশী মদ	১	-	২ লিটার
বিদেশী মদ	১১	৮	৬৩০ বোতল
বিয়ার	৩	৪	৭৭ ক্যান
রেক্টিফাইড স্পিরিট	১৩	১৩	২০২.৩ লিটার
ফেন্সিডিল	৮১	৭৯	১৫৭১ বোতল
ফেন্সিডিল(লুজ)	-	-	১৬ লিটার
তাড়ী(টোডি)	১৭	১৯	২০২৫ লিটার
পেথিডিন	১	২	৩ এ্যাম্পুল
টি.ডি.জেসিক ইঞ্জেকশন	২	৫	৩০০ এ্যাম্পুল
ডায়াজিপাম	-	-	৫ টি
জাওয়া	৪	৪	১০৪৯৫ লিটার
এ্যালকোহল	২	৫	১০৬ লিটার
বনোজেসিক ইঞ্জেকশন	১	১	৯ এ্যাম্পুল
মরফিন	-	-	৩ এ্যাম্পুল
নগদ অর্থ	-	-	৬১১৫৯ টাকা
মোবাইল সেট	-	-	৯ টি
প্রাইভেট কার	-	-	১ টি
সিএনজি	-	-	১ টি
মোট	৬০৮	৬৩০	

আইন-আদালত

এপ্রিল/০৬ মাসে মোট ২০৬ টি মামলা নিস্পত্তি হয়। এর মধ্যে ১০৮ মামলার আসামী সাজা পেয়েছে এবং ৯৭ টি মামলা খালাস পেয়েছে এবং অন্যান্যভাবে নিস্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা ১ টি। সাজাপ্রাপ্ত আসামীর সংখ্যা ১২৭ জন এবং খালাসপ্রাপ্ত ব্যক্তির সংখ্যা ১১৫ জন। এপ্রিল/০৬ মাস পর্যন্ত অনিস্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা ৩০৫৪১ টি । উপ-অঞ্চলভিত্তিক নিস্পত্তিকৃত মামলার বিবরণ নিম্নরূপঃ

ক্রঃ নং	উপ-অঞ্চলের নাম	সাজপ্রাপ্ত মামলার সংখ্যা	সাজাপ্রাপ্ত আসামীর সংখ্যা	এপ্রিল/ ০৬ পর্যন্ত অনিস্পত্তিকৃত মামলা
১	ঢাকা-মেট্রো উপ-অঞ্চল	৫০	৬২	৪৫৩৯
২	ঢাকা উপ-অঞ্চল	৭	৭	২৯০৩
৩	ময়মনসিংহ উপ-অঞ্চল	০	০	২০৫৫
৪	ফরিদপুর উপ-অঞ্চল	৫	৭	৪৫৭
৫	টাংগাইল উপ-অঞ্চল	২	২	৪৬৯
৬	জামালপুর উপ-অঞ্চল	১	১	৪৩১
৭	ঢাকা গোয়েন্দা অঞ্চল	০	০	০
৮	চট্রগ্রাম মেট্রো উপ-অঞ্চল	২	২	২৩৮২
৯	চট্রগ্রাম উপ-অঞ্চল	০	০	৭৬১
১০	নোয়াখালী উপ-অঞ্চল	১	১	৪২৯
১১	কুমিল্লা উপ-অঞ্চল	০	০	১৫৫৪
১২	কক্সবাজার উপ-অঞ্চল	০	০	৫১৮
১৩	রাঙ্গামাটি উপ-অঞ্চল	০	০	১২৮
১৪	খাগড়াছড়ি উপ-অঞ্চল	০	০	৫
১৫	বান্দরবান উপ-অঞ্চল	০	০	৫১
১৬	চট্টগ্রাম গোয়েন্দা অঞ্চল	০	০	৩৪২
১৭	সিলেট উপ-অঞ্চল	৫	৭	২০৫০
১৮	খুলনা উপ-অঞ্চল	৬	৬	৭০৩
১৯	যশোর উপ-অঞ্চল	৯	৯	১০০০
২০	কুষ্টিয়া উপ-অঞ্চল	৫	৫	৬২২
২১	খুলনা গোয়েন্দা অঞ্চল	০	০	৯৮
২২	বরিশাল উপ-অঞ্চল	২	২	২৪৩
২৩	পটুয়াখালী উপ-অঞ্চল	০	০	৭৪
২৪	রাজশাহী উপ-অঞ্চল	২	২	৩১৭২
২৫	পাবনা উপ-অঞ্চল	১	২	১৩৬৭
২৬	বগুড়া উপ-অঞ্চল	০	০	১১১০
২৭	রংপুর উপ-অঞ্চল	২	৩	১৫৪৭
২৮	দিনাজপুর উপ-অঞ্চল	৮	৯	১২৫৪
২৯	রাজশাহী গোয়েন্দা অঞ্চল	০	০	২৭৭
	সর্বমোটঃ	১০৮	১২৭	৩০৫৪১

ঢাকার চকবাজারে বিদেশী মদ উদ্ধার

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ঢাকা মেট্রোঃ উপ-অঞ্চলের কর্মকর্তাগন লালবাগ থানাধীন চকবাজার ৩ নং রুইহাট্টা লেইনের নাছিম ষ্টোর নামীয় দোকানের সামনে একটি কাভার্ড ভ্যান থেকে ১৭ কেইছ (৪০৮ ক্যান) ও ১০ বোতল লাউডাস নামীয় বিদেশী মদ উদ্ধার করে। বিদেশী মদ পাচারকারীরা অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের উপস্থিতি টের পেয়ে পালিয়ে যায়। পরে কর্মকর্তারা উদ্ধারকৃত মামলা বহনকারী কাভার্ড ভ্যানটি আটক করে।

রাজস্ব আদায়

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের বিভাগওয়ারী ২০০৫ সালের এপ্রিল মাসের সাথে ২০০৬ সালের এপ্রিল মাসের রাজস্ব আদায়ের তুলনামূলক একটি বিবরণী নিম্নে তুলে ধরা হলো।

ক্র/নং	বিভাগের নাম	এপ্রিল/০৫	এপ্রিল/০৬
১।	ঢাকা বিভাগ	৩৩,৯০,২১১	৩৭,৯১,৩৮৯
২।	চট্টগ্রাম বিভাগ	৪৯,৪৮,৩০৮	৬১,৩০,৯৬৩
৩।	খুলনা বিভাগ	১,২৪,৩৯,৭১০	১,৫০,৮৪,৪৭৯
৪।	রাজশাহী বিভাগ	৩০,০০,৯১৬	৩৪,০৯,২১৬
	মোট	২,৩৭,৭৯,১৪৫	২,৮৪,১৬,০৪৭

জাতীয় পর্যায়ে ২৬ জুন,২০০৬ উদযাপনের গৃহীতব্য কর্মসূচী

মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস ২৬ জুন ২০০৬ উদযাপন উপলক্ষে জাতীয় পর্যায়ে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর বিস্তারিত কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। দিবসটির এবছরের প্রতিপাদ্য বিষয়-**"Children and Drugs(শিশু ও মাদক)"** এবং শ্লোগান হচ্ছে **"Drugs are not Child's Play(মাদক ছেলে খেলা নয়)"**। দিবসটি উপলক্ষে জাতীয় পর্যায়ে গৃহীত কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে-

১	আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানঃ ক) মাদকদ্রব্যের উল্লেখযোগ্য মামলা উদঘাটনে বিশেষ ভূমিকা পালনকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ পুরস্কার প্রদান। খ) রচনা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় বিজয়ী স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীদের পুরস্কার প্রদান। গ) মাদকবিরোধী কার্যক্রমে বিশেষ অবদান রাখার জন্য নির্বাচিত বেসরকারী সংস্থা (এনজিও) কে পুরস্কৃতকরণ। ভেন্যুঃ জাতীয় জাদুঘরের শহীদ জিয়া মিলনায়তন।	২৬ জুন/০৬
২	চারটি বাংলা ও দুইটি ইংরেজী দৈনিক সংবাদপত্রে বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ।	২৬ জুন/০৬
৩	মাদকবিরোধী শ্লোগান, ব্যানার, বোর্ড, ফ্লাগ, পোস্টার ও ফেস্টুন দ্বারা গুরুত্বপূর্ণ সড়কদ্বীপ এবং আলোচনা সভার জন্য নির্ধারিত হল/মিলনায়তন ও বহিরাংগন সজ্জিতকরণ।	২৬ জুন/০৬
৪	টেলিভিশনে মাদকবিরোধী আলোচনা অনুষ্ঠান। সম্ভাব্য আলোচকঃ মাননীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র সচিব, অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এবং মেজর জেনারেল (অবঃ) মতিয়ুর রহমান, চেয়ারম্যান টেকনিক্যাল কমিটি, এইচআইভি/এইডস।	২৫/২৬ জুন ২০০৬
৫	স্যুভেনির প্রকাশ (২০০০ কপি)। সহযোগিতায় ফ্যামিলি হেলথ ইন্টান্যাশনাল (আন্তর্জাতিক এনজিও)।	২৬ জুন/০৬
৬	বিভিন্ন এনজিওর সহযোগিতায় মাদকবিরোধী ব্যানার, ফেস্টুনসহ মানববন্ধন কর্মসূচী (জাতীয় জাদুঘর হতে শিশুপার্ক, ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট, হাইকোর্ট হয়ে শিশু একাডেমী পর্যন্ত)।	২৫ জুন/০৬ সকাল-৯.০০ টা।
৭	মাদকবিরোধী সেমিনার আয়োজন। ভেন্যুঃ প্রেস ক্লাব মিলনায়তন।	২৪ জুন/০৬
৮	কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের উদ্যোগে অস্থায়ী ডিটক্সিফিকেশন ক্যাম্প স্থাপন।	২০-২৬ জুন ২০০৬
৯	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহযোগিতায় "ইস্কাটন মডার্ণ হেলথ কেয়ার" নামক একটি বেসরকারী সংস্থার ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ শিশু একাডেমী প্রাঙ্গনে শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা।	১৯ জুন/০৬

নিরোধ শিক্ষামূলক কার্যক্রম ও মাদকবিরোধী প্রচারাভিযান

মাদকদ্রব্যের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টি ও মাদকের বিরুদ্ধে ব্যাপক জনমত গড়ে তোলার লক্ষ্যে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহ মাদকবিরোধী প্রচারাভিযানের উপর বিশেষ গুরত্ব আরোপ করে। ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সমন্বয়ে বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থাও স্ব-স্ব এলাকায় নিরোধ শিক্ষামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে। অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহ এপ্রিল/০৬ মাসে মোট ৫৮৯ টি নিরোধ শিক্ষামূলক কার্যক্রমের আয়োজন করে। এপ্রিল/০৬ মাসের নিরোধ শিক্ষামূলক কার্যক্রমের একটি বিবরণী নিম্নে তুলে ধরা হলো।

১. শিক্ষাঙ্গন কর্মসূচী - ২৩ টি।
২. মাইকিং- ২৭ টি।
৩. প্রামাণ্য চিত্র/সিডি প্রদর্শন- ১০ টি।
৪. মাদকবিরোধী আলোচনা সভা- ৪৭২ টি।
৫. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক কার্যক্রম- ৪ টি।
৬. অপারেশনকালে গণসচেতনতা কার্যক্রম- ২৭ টি।
৭. এনজিও বিষয়ক কর্মসূচী- ৪ টি।
৮. অন্যান্য কর্মসূচী- ২২ টি।

রাসায়নিক পরীক্ষা সম্পন্ন নমুনার মাসিক প্রতিবেদন

মাদকদ্রব্য নিযন্ত্রণ অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় রাসায়নিক পরীক্ষাগারে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, পুলিশ, বিডিআর, কাস্টমস ও কোস্টগার্ডসহ সকল আইন প্রয়োগকারী সংস্থার দায়েরকৃত মাদক অপরাধ সংক্রান্ত মামলার আলামতের রাসায়নিক পরীক্ষা কার্য সম্পন্ন করা হয়। এপ্রিল/০৬ মাসের রাসায়নিক পরীক্ষার চিত্র নিম্নরূপঃ

নমুনা প্রেরণকারী সংস্থা	নমুনা প্রাপ্তি	রাসায়নিক পরীক্ষা সম্পন্ন ও রিপোর্ট সরবরাহ			পেন্ডিং
		পজিটিভ	নেগেটিভ	মোট	
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর	৬১৯	৬১৯	-	৬১৯	-
পুলিশ	৬৭৭	৬৭২	২	৬৭৪	৩
বিডিআর	৩	৩	--	৩	-
র‍্যাব	-	-	-	-	-
সর্বমোট	১২৯৯	১২৯৪	২	১২৯৬	৩

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ১, সেগুনবাগিচা, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
টেলিযোগাযোগ ঃ ৯৩৫৫৮৯৩, ৯৩৫৫৮৯৪, ৮৩১২২৪৯।